প্রথম আলো

তারিখ 13 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মূল্যায়নে ভুল

মোশতাক আহমেদ ●

এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে বড় ধরনের ভুলের ঘটনা ধরা পড়েছে। এতে প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তির বিষয় বদলে গেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, ভুলটি ধরা পড়ার পর তারা সংশোধন করে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছে। শিক্ষার্থীদের তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপত্র মূল্যায়নে ওই ভুলের কারণে ভর্তি পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নম্বর না পেয়েও এক হাজার ৪৩০ জন শিক্ষার্থী ভালো বিষয় হিসেবে বিবেচিত ইংরেজি পেয়ে যান।

শিক্ষার্থীদের বিষয় বদল, সংশোধন হচ্ছে ফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১১-১২ সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ ডিসেম্বর। ফল প্রকাশ করা হয় ১ জানুয়ারি। এরপর মেধা তালিকার ভিত্তিতে পছন্দক্রম অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ করে ভর্তির কাজ শুরু হয়। এরপর একপর্যায়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভুল ধরা পড়ে। দেখা যায়, অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয় নিয়ে পড়ার মতো ন্যূনতম নম্বর না পেয়েও ইংরেজি পেয়ে গেছেন। এর ভিত্তিতে অনেকে ভর্তিও হয়ে গেছেন। ১২৩টি কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বিষয়টি ধরা পড়ার পর খাতা মূল্যায়নকারী সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে গত বুধবার উপাচার্যের সভা হয়। সেখানে দেখা যায়, এক হাজার ৪৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ন্যূনতম নম্বর না পেয়েই ইংরেজি বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে যান। শর্ত অনুযায়ী ইংরেজি বিষয় পেতে মানবিক ও বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজির ২৫ নম্বরের মধ্যে ১২ এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের ২০-এর মধ্যে ন্যূনতম ১০ পেতে হবে। কিন্তু অনেকে এর চেয়ে কম নম্বর পেয়েও ইংরেজি পেয়ে যান। এমনকি কেউ কেউ ৬/৭ নম্বর পেয়েও ইংরেজি পেয়েছেন।

এই ভুলের কারণে সাত হাজার ৯৪২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার ফল অনুযায়ী যে বিষয় পাওয়ার কথা ছিল, তা পাননি।

একটি সূত্র বলেছে, খাতা মূল্যায়নের সময় ইংরেজির নির্ধারিত কোড ব্যবহার না করে অন্য কোড ব্যবহার করায় এই ভুলটি হয়।

জানতে চাইলে বিষয়টি স্বীকার করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এই ভুলের কারণে মেধাক্রম পরিবর্তন না হলেও বিষয় পরিবর্তন হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

প্রথম তালিকার শিক্ষার্থীদের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ভর্তির কাজ শেষ করার কথা ছিল। এখন তা ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।